60186 - ইহরাম অবস্থায় ববেি ক্যারয়িার পরা

প্রশ্ন

ফরয উমরা আদায়কালে ববেি ক্যারয়িার পরার হুকুম কি; যটেি গায়ে ঝুলানো হয়। ইংরজেীতে যটোকে Kangoro বলা হয়?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ইহরাম অবস্থায় ববেি ক্যারয়িার পরতে কোন আপত্তি নইে। কনেনা এটি ইহরাম অবস্থায় নষিধোজ্ঞা উদ্ধৃত হয়ছেে এমন কোন পোশাক নয় এবং নষিধোজ্ঞা উদ্ধৃত পোশাকগুলোর অধভিুক্তও নয়।

এটি পানরি মশক বা টাকাপয়সার থলে বহন কংিবা বুকরে সাথে রশি দয়িে বঁধেে পঠিরে ওপর জনিসিপত্র বহনরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এতে নষিদ্ধি কছিু নইে; সইে আলোচেনা সামনে আসছে।

যে পোশাকগুলো পরা মুহরমিরে জন্য নষিদ্ধি সগেুলো হচ্ছে: জামা, পায়জামা, বুরনুস (এক ধরণরে প্রশস্ত জামা যার সাথে মাথা ঢাকার অংশও যুক্ত থাকে), পাগড়ী, খুফ্ফ (চামড়ার মোজা তথা পায়রে ওপর চামড়ার তরৈী যা পরা হয়)।

এর পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে বুখারী (৫৮০৫) ও মুসলমি (১১৭৭) কর্তৃক সংকলতি আব্দুল্লাহ্ বনি উমর (রাঃ) এর হাদসি; তনিি বলনে: এক ব্যক্তি দাঁড়য়িে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা যখন ইহরাম করি তখন আপনি আমাদরেকে কি পরার নর্দিশে দনে? তনিি বললনে: আপনারা কামজি পরবনে না, পায়জামা পরবনে না, পাগড়ী পরবনে না, বুরনুস পরবনে না, চামড়ার মোজা পরবনে না। তবে কারো যদি জুতা না থাকে তাহলে তনিি টাকনুদ্বয়রের নীচরে অংশে মোজা পরবনে এবং এমন কোন পোশাক পরবনে না যাতে জাফরান বা ওয়ারস (একজাতীয় সুগন্ধি উদ্ভদি) লাগানো হয়ছেে”।

এই নষিধোজ্ঞার অধভিুক্ত হবে যা কছিু এর সমজাতীয়। যমেন- জুব্বা, আবায়া (জামার উপর পরধিয়ে), আন্ডারওয়্যার, টুপি, কাপড়রে মোজা। তথা শরীররে অবয়ব অনুযায়ী কংিবা শরীররে অংশ বশিষেরে অবয়ব অনুযায়ী প্রত্যকে যে পোশাক তরৈীকৃত, সাধারণত যটো পরা হয়।

শাইখ বনি বায (রহঃ) ইহরামকারীর জন্য নষিদ্ধি পোশাক বর্ণনা করতে গয়িে বলনে: “উল্লখেতি হাদসি থকেে পরস্কিার হয় যে, মাখীত (সলোইকৃত) দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছে: যা কামজিরে মত গোটা দহেরে অবয়ব অনুযায়ী সলোই করা হয়ছেে কংিবা বুনন করা হয়ছে। কংিবা গঞ্জেরি মত যা দহেরে উপরাংশরে অবয়ব অনুযায়ী সলোই করা হয়ছেে কংিবা বুনন করা হয়ছে। কংিবা

সলেোয়াররে মত যা দহেরে নম্নিাংশরে অবয়ব অনুযায়ী সলোই করা হয়ছে কংিবা বুনন করা হয়ছে। এর অধভিুক্ত ধরা হবে হাতমোজা বা পা-মোজার মত যা কছিু হাতরে অবয়ব অনুযায়ী সলোই করা হয়ছে কংিবা বুনন করা হয়ছে।"[মাজমুউ ফাতাওয়াশ শাইখ বনি বায (১৭/১১৮)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলনে: "যদি কোন ব্যক্তি তলোয়ার বা পস্তিল ঝুলান তাহলে সটেি জায়যে হবে। কনেনা সটেি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সরাসরি ভাষ্যরে গণ্ডতিে পড়ে না কংিবা ভাষ্যরে ভাবরে গণ্ডতিওে পড়ে না। যদি কউে বল্টে দয়িে তার পটে বাঁধে তাহলে সটেি জায়যে হবে। যদি কউে তার কাঁধে পানরি মশক বাঁধে কংিবা টাকাপয়সা রাখার থলে বাঁধে, তাহলে সটেওি জায়যে হবে। মোটকথা হলো: যা কছিু পরা হারাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি একটি করে সগেুলো উল্লখে করছেনে। আর যা কছিু উদ্ধৃত পোশাকগুলোর ভাষ্যরে ভাবার্থভুক্ত আমরা সগেুলোকওে অন্তর্ভুক্ত করছে। আর যা কছিু এর ভাষ্যরে ভাবরে আওতায় পড়ে না সটেকিে এর অধভিুক্ত করনি। আর যে পোশাকরে বষিয়ে আমরা সন্দহিান সটেকিে আমরা এ মূলনীতরি অধভিুক্ত করছে: "মূল বধিান হচ্ছে বধৈতা।"[আল-শারহুল মুমতি (৭/১৫২)]

তাই প্রশ্নে উল্লখেতি ববেি ক্যারয়িার শাইখ কর্তৃক উল্লখেকৃত পানরি মশক কাঁধে ঝুলানোর চয়েে বশেি কছিু নয়। অনুরূপভাবে এটি জনিসিপত্র রশি দয়িে বা এ জাতীয় অন্য কছিু দয়িে বঁধেে বহন করার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আলমেগর্ণ এই মর্মে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লখে করছেনে য, ইহরামকারীর জন্য পঠিে জনিসিপত্র বহন করা জায়যে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তনিি রশি দয়িে এটাকে বুকরে সাথে বাঁধতে পারনে। কছিুটা দূরবর্তী হলওে এটি ববেি ক্যারয়িাররে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

দখেুন: মানহুল জাললি শারহু মুখতাছারলি খাললি (২/৩০৮)

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।